হোক না সেই খেলা

কাইউম পারভেজ

দশ ডিসেম্বর "সাতরঞ্জ কী খিলাড়ী"
উল্টে যাবার কথা শুনেছিলাম।
বিজয় দিবসের বিজয় - সেও উল্টে যাবার কথা।
একাত্তরে জিততে পারেনি দুহাজার বাইশেও না।
এতোটাই কি সহজ? চাইলাম আর হয়ে গেল?
তিরিশ লাখ আত্মার ভিত এক নদী রক্তের চূণকাম
বেসুমার বিচ্ছুর কংক্রীটে এ সাতরঞ্জ
একান্ন বছরের একটি কংকালের গায়ে
এখন বর্ণাঢ্য আস্তর পলেস্তরা।

এখানে অনাহারে মরে না দেখা নাই মঙ্গার
এখানে ভিক্ষে নেয়ার মানুষটিও নেই।
সবার একটা করে হচ্ছে ঘর।
সুজলা সুফলা মাছে ভাতে বাঙালা
পদ্মা সেতু হয়ে গদখালীর ফুলের চাষ।
মানুষ এখন ফুল কেনে – অনেক টাকা দিয়ে ফুল কেনে।
লক্ষ লক্ষ মানুষ ফুল দেয় সৌধে মিনারে বেদীতে
প্রিয়তমার খোঁপায় বেণীতে।

সাতরঞ্জের রাজা উল্টোবে কী করে –
ঘোড়া আছে না – হাতি আছে না নৌকো আছে না
বোড়েরা তো সব জেগেই আছে সারাক্ষণ।
সাতরঞ্জের রাজা তো কেবল দিতেই এসেছে – নিতে নয়
ওদের বংশের তো আছে এক পরিচয় – "ভায়েরা আমার"।
সতেরো কোটি মানুষ বলে তুমি আমার তুমি আমাদের।
সাধ্য কার তোমাদের হটায়। আমরা তো আছি প্রহরায়।

সাতরঞ্জের রাজা উল্টোবে সেয়ানে সেয়ানের খেলায়
দিনক্ষণ করে এসো তবে সেই খেলায়।
এসো তবে সেদিন - খেলা হবে।
খেলা হবে যেদিন।